কবীরহস্য By Niladri Mukherjee

□□□□□□□□ pdf editor

এই বইয়ের দুই মলাটের মাঝে দুটি রহস্য গল্পকে স্থান দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোয়েন্দা তথা গোয়েন্দাগিরি নামক পেশাটিকে কল্পনার মাধ্যমেই স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা। বর্তমান গোয়েন্দা'র কাজ শোয়ার ঘরে উঁকি আর চিনে ফেললেই ঝুঁকি গোছের কাজেই সীমাবদ্ধ। এই ছকের বাইরে.

□□□□□□□□ bookkeeping

নানা গুণে গুণী এবং বাজে টাইপের কমিক রিলিফ সমীর ব্যানার্জিও গল্পে একেবারে প্রথম থেকেই ঢুকে পড়েন। এরপর আসে রহস্য। কবীরের ছকেই গ্রেফতার হওয়া অপরাধী পাইথন নাকি জেলে বন্দি অবস্থাতেই সুপারি কিলিং করাচ্ছে একের-পর-এক। পুলিশের সিনিয়র অফিসাররা তাই কবীরের সাহায্য চান ঘটনার তল পেতে। প্রাথমিক তিক্ততা আর ক্ষোভ কাটিয়ে রাজি হয় কবীর।তারপর গল্পটা যেদিকে গড়ায় তার জন্য সাসপেনসন-অফ-ডিসবেলিফ করতে-করতে আমার মাথার সাসপেনসনটাই অকেজো হয়ে গেল। মানে শুধু গুল নয়.

□□□□□□□□ epubs

এই বইটা পড়তে পারেন।মাত্র ১০০/- টাকা দাম। খুব একটা খারাপ লাগবে না Paperback #পাঠ_প্রতিক্রিয়াবইয়ের নাম: কবীরহস্যলেখক: নীলাদ্রি মুখার্জীপরিবেশনা: খোয়াবনামামূল্য: ₹১০০এর আগে 'গ্রন্থকীট' পড়েছিলাম। তবে কবীরের আত্মপ্রকাশের বই কবীরহস্য পড়ার সুযোগ এতদিন বাদে হলো। বইটির কিছু বিষয় খুবই প্রশংসনীয়:• বইটির বাঁধাই• বইটির প্রচ্ছদতবে বানান ভুলগুলো চোখে লেগেছে।এই বইতে আছে দুটো নভেলা। 'অজগর অন্তর্ধান রহস্য' ও 'ফ্যাবিউলিনাসের অভিশাপ'। দুটো গল্পে যে ব্যাপারগুলো কমন.

#heading[4]

অজিত ও জটায়ুর ছাপ স্পষ্ট। এমনকি কবীর ও সমীরবাবুর মধ্যে সম্পর্কটাও ফেলুদা ও জটায়ুর মধ্যে সম্পর্কের মতো।এবার আসি গল্প ওয়াইজ সমালোচনায়।অজগর অন্তর্ধান রহস্য:• কবীরের ইতিহাস সমীরবাবুর মুখ দিয়ে বলানোটা খুব বোকাবোকা। কোনো বহিষ্কৃত সরকারী বা বেসরকারী চাকুরেই তাঁর ব্যর্থতার কথা এভাবে উগরে দেন না কারুর কাছে.

#heading[5]

শুধু ডামি পোষার জন্য বছরে ২৪ লক্ষ টাকা খরচ? এ কেমন হাইপ্রোফাইল ক্রিমিনাল? বাড়াবাড়ি রকম বেশি মনে হয়েছে আমার। এবং শেষে গিয়ে ডামির হিসেব মেলানোটা খুব গোলমেলে।• রহস্যের বেসিক কিছু তথ্য ঝালানো ইত্যাদি ট্রিঙ্কাসেই বসে সারতে হল? তাও স্যান্ডউইচ-ই খেতে খেতে? বাড়াবাড়ি ফেলু গন্ধ।• যদি অপরাধীদের যোগসাজশটা প্রিপ্ল্যানড হয়ে থাকে.

#heading[6]

কবীরের পুলিশের সাথে বিরাট খার। কাজেই. □□□□□□□□ **ebooks online** গোল গোল গোল গুলিয়ে গেল।• বড্ড তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছে গল্পটা।ফ্যাবিউলিনাসের অভিশাপ:• এই গল্পটা বেশ টানটান।• গল্পের সেটিং এবং এগিয়ে চলা প্রায় সেম অ্যাজ 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা'.

#heading[7]

কবীরহস্যবই নয়। যা পড়লাম তাকে এক ক্রুসেডারের কল্পনাবিলাস বললেই যথাযথ হবে।কেন?লেখক আত্মপক্ষ শীর্ষক প্রাককথনে অকপটে জানিয়েছেন আদ্যন্ত কৃত্রিম অথচ সুখপাঠ্য দুটি কাহিনি পেশ করেছেন লেখক।প্রথম গল্পটি হল অজগর অন্তর্ধান রহস্য। এতে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার পরে অপযশ মাথায় নিয়ে বিভাগ ছেড়ে উপরোক্ত কাজকম্ম করে দিন গুজরানের চেষ্টায় ব্যাপৃত কবীর আলি-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কবীরের সঙ্গী এ জিনিস কয়লা ঘুঁটে ইত্যাদি ছাপিয়ে পেট্রোল হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ পুরোপুরি বানানো গপ্পো হলেও লেখাটা পড়তে মন্দ লাগে না।দ্বিতীয় গল্পটি হল ফ্যাবইউলিনাসের অভিশাপ। এই গল্পটা কার্যত প্রচলিত রহস্যগল্পের ক্লোন এবং ক্যারিকেচার দুইই। গল্পের শুরু খুন দিয়ে তারপর একে-একে মক্কেলের আহ্বানে গোয়েন্দা'র মক্কেলের প্রাসাদোপম বাড়িতে যাওয়া চরিত্রদের নগ্ন টাইপকাস্টিং করে প্রথমেই ভিলেইনদের চিহ্নিত করা কিছু হাবিজাবি আদর্শের কচকচি রাস্তায় যেতে-যেতে ব্রেইনওয়েভ চূড়ান্ত হাস্যকর উপায়ে অপরাধীদের কথা রেকর্ড করিয়ে তাদের ট্র্যাপ করা. □□□□□□□□ **booklet** বুঝতেই পারছেন সিরিয়াল দেখে জন্ডিস হয়ে যাওয়া মগজ নিয়ে আমরা যা-যা আশা বা আশঙ্কা করতে পারি এমন কাহিনি থেকে তার সব ঠেসে ভরা হয়েছে এই গল্পে। তবে হ্যাঁ ঠোঁটের কোণে হাসি জমিয়েও গল্পটা পড়তে মন্দ লাগে না।বইটার ছাপা পরিষ্কার তবে বেশ কিছু বানান ভুল এবং কী/কি বেশি/বেশী ভ্রান্তি চোখকে কষ্ট দেয়।যদি টানটান রহস্যগল্প পড়তে চান তাহলে ব্যোমকেশ বা বাসবই আপনার বেস্ট বেট।যদি কল্পনার পিঠে ভর দিয়ে হরু কুমোরকে হ্যারি পটার হিসেবে দেখতে চান সেটা হল কবীরের কথাবার্তা গল্পের ন্যারেশন সমীরবাবুর কথাবার্তা। এই তিনটি বিষয়ে যথাক্রমে ফেলুদা সে যত কাছের মানুষই হোক না কেন।• কোনো হাই

প্রোফাইল ক্রিমিনাল এভাবে সব পুলিশের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে আছে সেটা মানা যায় কিন্তু তার একটা ছবিও পুলিশের কাছে নেই। কী করে সম্ভব বস? যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই তাও পরের প্রশ্ন আসে তাহলে জেলের রেকর্ডিংটাও প্রিপ্ল্যানড বলতে হয় এবং যেটা অসম্ভব। কারণ মূল অপরাধীর নয়া অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য কবীরের কাছে ছিল না। সেটাই স্বাভাবিক। আর সোর্সদের পয়সা খরচ করে পুষতে হয়। জেলের সোর্সদের পোষার ক্ষমতা আছে পুলিশের। বা পুলিশের সঙ্গে যাদের ভালো সম্পর্ক তাদের। অথচ তবে শেষে গিয়ে গল্পের খাত অন্য গতি নিয়েছে।• মহিলা চরিত্রের নামকরণে স্বর্ণযুগের কিছু স্মরণীয় মহিলা চরিত্রদের অনুপ্রেরণা আছে(?) ফর ইনস্ট্যান্স 'চৌরঙ্গী'র মিসেস পাকড়াশি ও 'মিস প্রিয়ংবদা'র মিস প্রিয়ংবদা। অবশ্য অনুপ্রেরণা থাকা দোষের না। আজকাল তো অনুপ্রেরণা ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়াও মুশকিল।• গল্পের বাঁধুনি ভালো হওয়া সত্ত্বেও শেষে গিয়ে একটা প্রশ্ন ওঠে: অপরাধীদের কথা রেকর্ড করার মাধ্যমে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করাটা কী কবীরের পেটেন্ট স্টাইল? Paperback

.